সমকাল

তারিখ 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

চবি ছাত্রলীগ

মূল্যায়নের আশ্বাসে পদবঞ্চিতদের অবরোধ স্থগিত

■ চবি প্রতিনিধি

মূল্যায়নের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ছাত্রলীগের পদবঞ্চিত ও প্রত্যাশিত পদ না পাওয়া নেতাকর্মীরা। এর আগে গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রামে গিয়ে বিবদমান দু'পক্ষ এবং নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ এবং সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইন। এ সময় তাদের কাছে পদবঞ্চিতদের তালিকা দেওয়া হয়।

গতকাল সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ এবং সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইন। সন্ধ্যায় নগরীর জিইসি মোড়ের একটি রেস্তোরাঁয় চবি ছাত্রলীগের বিবদমান দু'পক্ষের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তারা। এর আগে নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন তাঁরা। পরে চবি ছাত্রলীগের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতারা পদবঞ্চিতদের একটি তালিকা নিয়েছেন ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

মূল্যায়নের আশ্বাসে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বলে জানান চবি ছাত্রলীগের সভাপতি আলমগীর টিপু। এ সময় কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদবঞ্চিত ও প্রত্যাশিত পদ না পাওয়া নেতাকর্মীদের মূল্যায়নের আশ্বাস দেন।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে জানতে মহিউদ্দিন চৌধুরী ও নাছির উদ্দীনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি। তবে নগর ছাত্রলীগের দায়িত্বশীল একাধিক নেতা সমকালকে জানিয়েছেন, চবি ছাত্রলীগের বঞ্চিত নেতাকর্মীরা মহিউদ্দিন চৌধুরী ও নাছির উদ্দীনের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আওয়ামী লীগের ওই দুই শীর্ষ নেতা পদবঞ্চিত ও প্রত্যাশিত পদ না পাওয়া চবির নেতাকর্মীদের পৃথক তালিকা দেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চবি ছাত্রলীগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের বৈঠকটি শেষ হয়। পরে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইন সমকালকে বলেন, 'আমরা উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটি তালিকা নিয়েছি। কমিটিতে কেউ বিতর্কিত থাকলে তাদের বাদ দিয়ে ত্যাগী ও সৎ নেতাকর্মীদের নিয়ে ফের কমিটি করা হবে।' জাকির হোসাইন বলেন, 'তারা (পদবঞ্চিতরা) ৩০-৪০ জনের একটি তালিকা দিয়েছে। সেটা আমরা নিয়েছি। ঢাকায় গিয়ে বাকি কাজ করা হবে।' গত দু'দিনের অবরোধের জন্য আন্দোলনকারীরা দুঃখ প্রকাশ করে অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'যারা আন্দোলন করছিল তারা নিঃশর্তভাবে সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ক্ষমা চাইবে। লিখিত আকারে তারা সেটা গণমাধ্যমকে জানাবে।' কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আমরা চবিতে ট্রেনের বগিভিত্তিক রাজনীতিও নিষিদ্ধ করেছি। তারপরও কেউ এর সঙ্গে যুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' মহিউদ্দিন চৌধুরী ও নাছির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দুই নেতার সঙ্গেই আমরা দেখা করেছি। কথা বলেছি।'

২০১৫ সালের ২০ জুলাই টিপুকে সভাপতি ও ফজলে রাব্বি সুজনকে সাধারণ সম্পাদক করে চবি ছাত্রলীগের এক বছরমেয়াদি কমিটি ঘোষণা করা হয়। মেয়াদ শেষ হওয়ার দু'দিন আগে গত রোববার ২০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় কমিটি। এরপর আন্দোলনে নামেন পদবঞ্চিত ও প্রত্যাশিত পদ না পাওয়া কিছু নেতাকর্মী। এ সময় তারা এ কমিটি বাতিলের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন। এর মধ্যে কেন্দ্র থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না জানানোয় ক্যাম্পাসে অবরোধ ডাকেন বিক্ষুব্ধরা। প্রথম দিন শাটল ট্রেনে হামলাও চালান তারা। বুধবার বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনাও ঘটে।